চুয়াডাঙ্গার তিতুদহে শত্রুতা করে কৃষকদের জমির ফসল নষ্ট

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার তিতুদহের উজিরপোতা মাঠে শত্রুতামূলক জমির ফসল নষ্ট করে কেটে দিয়েছে দূর্বত্তরা।

গতকাল রবিবার দিবাগত রাতে শত্রুরা শত্রুতা মূলক ভাবে মাঠের আবাদি ফসল ঝাল, বেগুণ, উস্তে ও লাউয়ের বান কেটে নষ্ট করে দিয়েছে দূর্বৃত্তরা। এতে করে মাঠের চাষিরা আবাদি ফসল নিয়ে দুঃচিন্তায় রয়েছে।

অভিযোগে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন তিতুদহ ইউনিয়নের গোলাপনগর পুলপাড়ার
আমিরুল ইসলামের ছেলে উজ্জল হোসেন একই গ্রামের মৃত হামাত আলীর ছেলে টুকু মাষ্টারের ১০ কাঁঠা জমি বার্ষিক লীজ নিয়ে মরিচ (ঝাল) আবাদ করে ও একই ইউনিয়নের বড় সলুয়া গ্রামের জয়নাল মোল্লার ছেলে মাছুমের ১২ কাঁঠা জমি বছর লীজ নিয়ে বেগুণ, উস্তের আবাদ করে।

এ আবাদকৃত জমির আবাদি ফসল মরিচ (ঝাল), বেগুণ ও উস্তে গাছ কেঁটে, উপরে নষ্ট করে দেয় অজ্ঞাত দূর্বৃত্তরা। এছাড়া একই গ্রামের মিয়া পাড়ার রফিক উদ্দিনের ছেলে নাসির উদ্দিন একই পাড়ার ছানোয়ার মাষ্টারের ১ বিষা জমি লীজ নিয়ে লাউ বাগান করে।

এ বাগানের বানের সুতার নেট কেটে দেওয়া হয়। এতে করে চাষিদের মাঠের আবাদি ফসল নস্ট হওয়ায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষিতি সাধিত হয়েছে। ফলে মাঠের আবাদি ফসল নষ্ট, কেটে ফেলে ক্ষতিসাধিত করায় চাষিদের মধ্যে আতঙ্কের সৃস্টি হয়েছে। যার ফলে একদিকে যেমন মাঠের ফসল হচ্ছে অপর দিকে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে চাষিরা। তাই বিষয়টি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সু-নজর দিয়ে চাষিদের মাঠের আবাদি ফসল নষ্টের হাত থেকে রক্ষা করবে বলে সচেতন মহল মনে করছে।

হুমকির মুখে তিতুদহের গবরগাড়া ও গড়াইটুপির সাড়াবাড়িয়া গ্রাম্য সড়ক

ভয়ংকর হুমকির মুখে চুয়াডাঙ্গার তিতুদহের গবরগাড়া ও গড়াইটুপির সাড়াবাড়িয়া গ্রাম্য সড়ক। তিতুদহের মাটি খাদক এস্কেভেটর ব্যবসায়ী রফিকুলের দৌরাত্ব বৃদ্ধির খেসারত দিতে হতে পারে গবরগাড়ার সিলিন্দিপাড়ার বাসিন্দা সহ গবরগাড়া-সাড়াবাড়ি গ্রাম্য সড়ক দিয়ে চলাচলকারী যানবাহন সহ পথচারীদেরকে। আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে মাটি খাদক রফিকুল নিজের স্কেভেটর দিয়ে সড়কের কোল ঘেঁষা পুকুর থেকে তোলা হচ্ছে মাটি। আর সেই মাটি কেটে বিক্রি করা হচ্ছে বিভিন্ন স্থানে।

ফলে বিক্রিকৃত মাটি ট্রাক্টর যোগে সড়ক দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বিভিন্ন স্থানে। যে কারণে ভয়ংকর হুমকির মুখে গবরগাড়া-সাড়াবাড়ি গ্রাম্য সড়কটি সহ আশপাশের বসবাসরত বসত ঘরবাড়ি।

স্থানীয় ভুমি অফিসের লোকজন নীরব দর্শকের ভুমিকা দেখে হতভম্ব স্থানীয় সচেতন মহল।

জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন তিতুদহ ইউনিয়নের গবরগাড়া পাড়ার কদম আলী মালিতার ছেলে রফিকুল ইসলাম। সে একজন মাটি খাদক নামে পরিচিত। নিজ ও ভাড়ায় চালিত একাধিক এস্কেভেটর দ্বারা বিভিন্নস্থানে মাটিকাটার কাজ করে থাকেন। তার এ কাটামাটি বিভিন্নস্থানে বিক্রি করা হয়ে থাকে। এ মাটিকাটা ও বিক্রির ব্যাবসার কারণে রফিকুল মাটি খাদক নামে এলাকায় বেশ পরিচিত।

সে আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে স্কেভেটর দিয়ে তিতুদহ-গহেরপুরের সড়কের সিলিন্দিপাড়ার মৃত তাহাজ উদ্দিনের ছেলে মান্নান মোল্লা, রাজ্জাক, জব্বর, ছাত্তারের শরীকি জমির উপর পুকুর খনন করা হচ্ছে। যা তিতুদহ-গহেরপুর গ্রাম্য পাকা সড়কের কোলঘেঁষা হওয়ায় পুকুর খননের কারণে ভয়ংকর হুমকির মুখে পড়েছে গবরগাড়া-সাড়াবাড়ি গ্রাম্য সড়ক সহ আশপাশের বসবাসরত বসত ঘরবাড়ি।

সেই মাটি সড়ক দিয়ে ট্রাক্টর যোগে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বিভিন্ন স্থানে। যে কারণে ভয়ংকর হুমকির মুখে পড়েছে সিলিন্দিপাড়ার সড়কের

পার্শ্বের বসতঘর সহ সড়কটি। যার ফলে সড়ক দিয়ে চলাচলকারী যানবাহন সহ পথচারীদেরকে বড় ধরণের দূর্ঘটনার শিকার হয়ে প্রাণহানীর মত ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

স্থানীয় ভুমি অফিসের লোকজন নীরব দর্শকের ভুমিকা দেখে হতভম্ব স্থানীয় সচেতন মহল। এ দূর্ঘটনা প্রতিরোধে মাটি খাদক রফিকুলের দৌরাত্ব ঠেকাতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সু-দৃষ্টি কামনা করেছে এলাকার ভুক্তভোগীরা সহ সচেতন মহল।

এবিষয়ে তিতুদহ ইউনিয়ন ভুমি অফিসের সহকারী কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম বলেন, অনেক স্থানে মাটিকাটা হচ্ছে। তবে কালকে দেখছি বললেও এখনো পর্যন্ত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি।

চুয়াডাঙ্গার তিতুদহে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে দেশীয় অস্ত্রসহ আটক ৪

চুয়াডাঙ্গার তিতুদহে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে পুলিশি অভিযানে আটক করা হয়েছে ৪ ডাকাতকে।

এসময় তাদের নিকট থাকা দেশীয় অস্ত্র-গ্রীলকাটার ও প্লাষ্টিকের রশি উদ্ধার করেছে। গতকাল রোববার দিবাগত রাতে তিতুদহের গ্রীসনগর গ্রাম হতে তাদেরকে আটক করে। আটককৃত ডাকাত দলের সকলের বাড়ি জেলার দামুড়হুদা উপজেলার পারকৃষ্ণপুর -মদনা ইউনিয়নে।

জানাগেছে, গতকাল রোববার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এএইচএম লুৎফর রহমানের নের্তৃত্বে দর্শনা থানাধীন তিতুদহ ক্যাম্প পুলিশের ইনচার্জ এসআই এএম আনোয়ারুল ইসলাম সাঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্স নিয়ে সন্ত্রাস বিরোধী অভিযান চালায় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার তিতুদহ ইউনিয়নের গ্রীরিসনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠের পূর্ব পাশে পানির ট্রাংকির সামনে।

এ সময় উক্ত স্থান হতে দেশীয় অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ডাকাতির

প্রস্তুতি গ্রহন করা কালে ৪ জন ডাকাতকে আটক করে।

আটককৃত ৪ ডাকাত চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের সড়াবাড়ীয়া উত্তরপাড়ার মৃত মজিবর রহমান ওরপে মল্লিক শাহর ছেলে শাহাবুদ্দিন ওরফে বদ্দি (৩৬) একই গ্রামের মসজিদপাড়া পাড়ার সিরাজ হোসেনের ছেলে আব্দুল মান্নান (২৫), শাহপাড়ার আব্দুর রশিদের ছেলে ইমদাদুল হাসান (২৩) ও ইউনিয়নের মদনা গ্রামের উত্তরপাড়ার কাওছার আলীর ছেলে আব্দুল আলীম (২২)। আটক হওয়া ডাকাতদের নিকট হতে উদ্ধারকৃত দেশীয় অস্ত্রের মধ্যে অনুমান ১ ফুট ৭ ইঞ্চি লম্বা ১টি লোহার দা, অনুমান ১ ফুট ৬ ইঞ্চি লম্বা ৩টি কাঠের বাট যুক্ত হাসুয়া, কালো বাট যুক্ত লোহার তৈরি গ্রীল কাটার ১ টি, বাঁশের বাট যুক্ত লোহার হাতুড়ি ১ টি, ১ টি প্লাস ও ১০ ফুট সাদা প্লাষ্টিকের রশি।

আটককৃত ৪ ডাকাত সহ কয়েকজনকে অজ্ঞাতনামা পলাতক আসামীদের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মামলা রুজু করা হয়েছে। আজ দর্শনা থানা পুলিশ ৪ জনকে ডাকাতি মামলায় চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

চুয়াডাঙ্গার তিতুদহে মাদরাসার একাডেমি ভবনের উদ্বোধন করলেন এমপি টগর

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার তিতুদহ ইউনিয়নের ৬২নং আড়িয়া দাখিল মাদরাসার একাডেমী ভবন আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থেকে এ ভবন উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ও জেলা আ.লীগের সহ-সভাপতি হাজী মোঃ আলী আজগার টগর।

মাদরাসার সভাপতি আব্দুল রাজ্জেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ভবণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এমপি টগর বলেন, বর্তমান সরকার উন্নয়নের সরকার। এ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে শিক্ষা, রাস্তা-ঘাট সহ

সার্বিক ব্যবস্থা আজ উন্নতির দিকে।

কিন্তু বিএনপির নেতাকর্মীরা সরকারের ধারাবাহিক উন্নয়ন দেখে চক্ষুসুল হয়ে দেশে অরাজকতার ষড়যন্ত্র করার পায়তারা করছে। তারা যতই ষড়যন্ত্র করুক না কেন কোন লাভ হবেনা। দেশের মানুষ বুঝে গেছে দেশ ও জাতীর উন্নয়নে আ’লীগ সরকারের বিকল্প নেই।

বিশেষ অতিথি থেকে বক্তব্য রাখেন, দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক আলী মুনসুর বাবু, দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ এ,এইস,এম লুৎফুল কবীর, গড়াইটুপি ইউপি চেয়ারম্যান শফিকুর রহমান, আ.লীগ নেতা মিজানুর রহমান টিপু, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগ সভাপতি আব্দুল হান্নান ছোট। এসময় উপস্থিত ছিলেন, মাদরাসার সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীসহ এলাকার জনসাধারণ।